হাতিল ইনটেরিয়র

ছোট ফ্ল্যাটের দৃষ্টিনন্দন সাজ

লিখেছেন **শাহরিয়ার ইকবাল রাজ**

এখন থেকে বছর দশেক আগের কথা। জীবনের অবসর সময়ে যাবার আগে শহরের প্রতিটি মানুষই নিজ শহরে এক টুকরো বসত ভিটার স্বপ্ন দেখতেন। সামর্থ্য অনুসারে হয়তো তার সাধের বাড়িটি এ সময় তৈরিও হয়ে যেত। কিন্তু পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হবার কারণে সে বাড়িতে নিজস্বতার বড় অভাব হতো। অর্থাৎ ছিমছাম গোছানো ড্রইং রুম অথবা কিচেন অনেকটা স্বপ্ন হয়েই থাকতো। এছাড়া বাড়ির কর্তা-কর্ত্রীর বার্ধক্যের কারণে তরুণ বয়সের সাধ-আহ্লাদের অনেক কিছুই হারিয়ে যেত। অবশ্য তখনকার একান্নবর্তী পরিবারগুলোর সাধারণ সমস্যাগুলোর মধ্যে এগুলো ছিল অন্যতম।

খুব বেশি দিন না হলেও বাংলাদেশে অন্যের তৈরি বাড়ি কেনার রেওয়াজটা একটা বেশ কাঠামো তৈরি করতে পারছে। আর এ ধরনের ক্ষেত্রে ডেভেলপারদের ভূমিকা অপরিসীম। ঢাকা রাজধানী হবার কারণে শিক্ষিত নাগরিকদের এর প্রতি আকর্ষণও বেশি। তাই আপাতদৃষ্টিতে ডেভেলপারদের

ইনভেস্টমেন্টের মূল কেন্দ্রই বর্তমান ঢাকা। একটু খেয়াল করলেই দেখা যায়, ধানমন্ডির সেই এক বিঘার প্লটের বাগানসহ বাড়ি এখন ভেঙে তৈরি হচ্ছে ৩২-৩৬টি ফ্ল্যাটের এক একটি অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স। এভাবে ধীরে ধীরেই অ্যাপার্টমেন্ট বিজনেস্ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে একটা বৃহত্তর ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে। আর তাই সাধের সঙ্গে স্কয়ার ফিটের তুলনাটা বর্তমানে মুখ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ধীরে ধীরে আমাদের জীবন থেকে মুছে যাচ্ছে যৌথ পরিবারের কাঠামো, অন্দর মহল আর বাহির মহলের দাপট খর্ব হয়ে আসছে, বাহিরের অনুপ্রবেশ ঘটছে অন্দরে। আর এমনিভাবেই ধীরে ধীরে পেরিয়ে যাচ্ছি অনেকটা প্রাসাদ যুগের মত প্রচলিত কিছু ধারণাকে। প্রাসাদ যুগ হাজার থামের দেউড়ি, দারোয়ান খচিত সিংহ তোরণ, চমকানো দালান কিংবা সাত মহলের স্বপ্নপুরী কিছুই আর থাকছে না, থাকছে কেবল নিজের করে নিজের মতো সাজাবার ছোট এক টুকরো আবাসন।

প্রাসাদ যুগ যেখানে শেষ হলো সেখান থেকে আমরা শুরু করেছি মেশিন যুগ, যার সঙ্গে মিশে গেছে বাসাবাড়ির যুগ। আর এই বাসাবাড়ির যুগে Shared Property ধারণাটি ধীরে ধীরে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মূলত এই ধারণাটিকে পুঁজি করেই গড়ে উঠেছে বর্তমান রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠানগুলো। Shared Property ধারণাই বর্তমানে জন্ম দিয়েছে অ্যাপার্টমেন্ট কালচারের। আসলে জনসংখ্যার চাপে এবং অর্থনৈতিক কারণে ধীরে ধীরে অ্যাপার্টমেন্ট কালচারই হয়তো হয়ে উঠবে ভবিষ্যৎ শহর জীবনের বসবাস ধারা। নাগরিক, সামাজিক জীবনের ভেতরে বাইরে চলছে Renovation. একটু একটু করে চলছে জীবন দর্শনের পারিবারিক বিনোদন আর বুদ্ধি জীবিকা কেন্দ্রিক লাইফ স্টাইলের পরিবর্তন। জানালা দিয়ে হু হু দক্ষিণা বাতাস, আর দিগন্ত

নেট কাপড়ের পর্দা সৌন্দর্যের পাশাপাশি রেইলের স্থায়িত্ব বাড়াতে পারে

অল্প পরিসরে মেঝেতে বসার ব্যবস্থা ও নানান রকমের লাইটশেড

আকাশ বিদেয় নিয়েছে অ্যাপার্টমেন্ট কালচার থেকে, ঘরের গিন্নীর উপার্জন করার ক্ষমতাটি নির্ধারণে দ্বিধা। তবুও কর্তা-কর্ত্রীর আয়ের সচ্ছলতা ধীরে ধীরে অনেকটা বাহিরমুখী করে তুলছে বর্তমানের নাগরিক জীবনকে।

এমন অবস্থায় ক্রমশই বেড়ে চলছে ছোট স্কয়ার ফিটের ফ্ল্যাটের চাহিদা। এ ধরনের ফ্ল্যাটের মধ্যে ২ বেড আর একটু বড় চাইলে ৩ বেড রুমের চাহিদাই সবচাইতে বেশি। আর স্কয়ার ফিটের হিসাবে দাঁড়ায় ৮০০-১০০০ স্কয়ার ফিট।

সাধ্য নেই তাই ছোট একটি ফ্ল্যাট, জীবনের পারিবারিক অঙ্কের খাতায় সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হিসাব। চারদিকে দেয়াল আর মাথার ওপর ছাদ, এক নজরেই চোখ বুলিয়ে নেয়া যায় পুরো বাড়িটাতে আর তাই নিজের মতো করে প্রতিটি কোনা সাজাবার সুযোগ পাচ্ছেন আধুনিক গৃহিণীরা।

আধুনিক রট আয়রণের আসবাব দিয়ে সাজানো ড্রইং ও ডাইনিং রুম

বাড়ির কর্তা আর কর্ত্রীর মিলিত স্বপ্নে আর রুচিবোধের ওপরই নির্ভর করবে আগামী দিনের এই ছোট ফ্ল্যাটটির প্রাণের স্পন্দন। বাস্তবিকই ঘরের ইনটেরিয়র যতটা মনোমুগ্ধকর হবে ততই তাতে প্রাণের ছোঁয়া বেশি থাকাবে, সর্বোপরি ততই নিজস্ব সত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।

ছোট ফ্ল্যাটে ইনটেরিয়রের মাধুর্য আনতে গিয়ে অনেকেই হিমশিম খান, কারণ এখনো আমরা পুরোপুরি এ ধরনের অ্যাপার্টমেন্ট কালচারে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারিনি। ছোট ফ্ল্যাটের ইনটেরিয়র করতে গিয়ে সবচাইতে আগে মনে রাখতে হবে আসবাবের আধিক্য কমাতে হবে। মূলত কমপোজিট ফার্নিচার তৈরি করে নিতে পারলে সবচাইতে ভালো। ফার্নিচারের ব্যাপারে আরেকটি জিনিস মনে রাখতে হবে তাহলো, অবশ্যই ফার্নিচারের মাপ হবে আপনার ফ্ল্যাটের রুমের মাপ অনুসারে। এক্ষেত্রে বাজারে প্রচলিত ফার্নিচারের মাপ করাই ভালো।

ফ্ল্যাটের অধিকাংশ ফার্নিচারই হতে পারে ভিনিয়ার্ড বোর্ডের তৈরি। এতে করে মূল্যের দিক থেকে সাশ্রয়ী হবার পাশাপাশি মাপ নিয়ে, বাঁকা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি থেকে সহজেই মুক্ত থাকা যেতে পারে।

ড্রইং রুম অথবা বসার ঘরটি হওয়া চাই সবচাইতে সুন্দর। কারণ অতিথির আগমন সেখানেই সবচাইতে বেশি। আজকাল অত্যন্ত সহজেই নানা ধরনের পটারি পাওয়া যায়, যার সৌন্দর্য ফুটে ওঠে পোড়ামাটির রঙে। আর তাই আপনার ছোট ফ্ল্যাটটির জন্য রঙচঙে পটারি না কিনে, পোড়ামাটি রঙা পটারি কেনাই উত্তম হবে। এতে দাম কমে যাবে অনেক। বসবার ঘরের সোফা একটি প্রধান আসবাব, আর ফোম দেয়া ফোলানো রাজকীয় সোফা আপনার ফ্ল্যাটের জন্য নয় বরং হালকা পাতলা রট আয়রনের সোফাই এখানে ভালো মানাবে। যদি আপনি আরো বেশি স্বাধীনমনা হন তাহলে কেবল ফোমের গদি সুন্দর কভারে ভরে দেয়ালের বিপরীতে রেখে দিলে বসবার ঘরের ইনটেরিয়র জমবে আরো। মুড আনতে একটা ক্যানভাসের ঝুল ল্যাম্প সেন্টার টেবিলের ওপরে লাগানো যেতে পারে। কার্পেট বেশ দামী হলেও যদি ব্যবস্থা করা যায় তবে মন্দ নয়। খুব সহজেই প্রতি বর্গফুট ৬০-৬৫ টাকায় এলিফ্যান্ট রোড থেকে কিনে নিতে পারেন। তথাকথিত মোটা কার্পেট যাতে পা দেবে যাবে তেমনটার কোনোই প্রয়োজন নেই।

মননশীলতা প্রকাশে দেয়ালে ঝোলানো যেতে পারে পেইন্টিং। অবশ্য আজকাল বাজারে বিভিন্ন ধরনের মুখোশ পাওয়া যায়, যার দ্বারা খুব সহজেই ড্রইং রুমের মুড তৈরি করা যেতে পারে। সুন্দর আলোর ব্যবহার, সাধারণ কাগজের মুখোশের সমাহারকেও শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। ড্রইং রুমে কিছু শো-পিস না রাখলেই যেন নয়, কম খরচে বিভিন্ন গ্রামের মেলা থেকে কিনে আনা সাধারণ টম্ টম্ গাড়িও আপনার ফ্ল্যাটের ইনটেরিয়রকে করতে পারে অনেক বেশি আর্টি।

জানালার সৌন্দর্য বাড়াতে হলে ঘরের সঙ্গে মানানসই এক রঙা পর্দাই ভালো হবে। তবে এক্ষেত্রে খুব বেশি পর্দা না লাগানোই ভালো। কারণ তাহলে প্রতি মাসেই পর্দার রেইল-এর স্ক্রু পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়তে পারে। ইচ্ছে হলে পর্দার দৈর্ঘ্য ফ্লোর পর্যন্তও হতে পারে তবে ঘরের খোকা-খুকী থেকে সাবধান, জাঙ্গল বয় হবার স্বপ্ন আপনার বিপত্তির কারণ হতে পারে।

ছোট ড্রইং রুমের ভেতরকার রং অবশ্যই হালকা কোনো রঙ যা একান্তই আপনার মেজাজের সঙ্গে মিশে যায় তাই হওয়া ভালো। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, কোনোভাবেই গাঢ় রং ব্যবহার করা উচিত হবে না। আর একটু খরচ বেশি হলেও প্লাস্টিক পেইন্ট করানোই উচিত। এতে ডেম্প হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

ঘরের আলোর ব্যবস্থা করতে গিয়ে সাধারণত সবাই টিউব লাইটেরই আশ্রয় নেয়। তবে এর ব্যবহার একটু ভিন্ন করতে পারলে

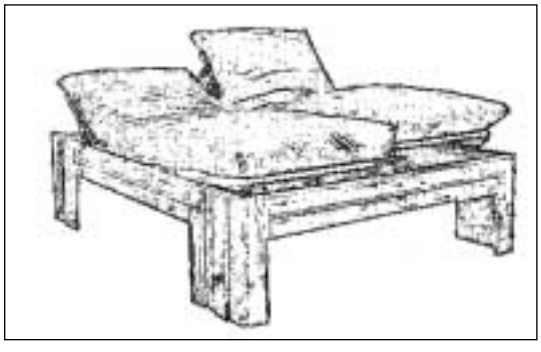

সাধারণ ডিভান ছোট ড্রইং রুমকে করতে পারে অনেক আকর্ষণীয়

সাধারণ টিউব লাইটও ভালো আলোর খেলা দেখাতে পারে। কোনো শেড ছাড়াই টিউব লাইট লাগিয়ে তার ওপর ফ্রস্টেড গ্লাস বাঁকাভাবে লাগালে সহজেই অন্য মুডের টিউবের আলো পেতে পারেন।

ড্রইং রুমে অনেকেই বই রাখতে পছন্দ করে। বুক শেলফ্ যদি দেয়াল জুড়ে না হয়ে ২১/২ ফিট উচ্চতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তাহলেই সবচাইতে ভালো। আর এর ওপর কিছু শোপিচও রাখা যেতে পারে। এমনিভাবে প্রতিটি রুমেরই ফার্নিচার ও সাজসজ্জার ব্যাপারে আসবাবের আধিক্য কমানো গেলে আপনার ছোট ফ্ল্যাটটিও হয়ে উঠতে পারে সবচাইতে সুন্দর আবাসন।

ছোট চার দেয়ালের ফ্ল্যাটটি একান্তই আপনার, আর তার সব কিছুতেই থাকা চাই আপনার হাতের স্পর্শ আর মননের পরিচয়।